R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্
রঘুনাথগঞ্জ

৭২শ বর্ষ.
২য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯২ সাল
২২শে মে, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

পারথেনিয়াম আগেও ছিল এখনও আছে আর যেন না থাকে তার ব্যবস্থা করুন

সত্যনারায়ণ ভকত : পারথেনিয়াম—ছটি অক্ষরের বিদেশী এই শব্দটি এখন পশ্চিমবঙ্গবাসীর মুখে মুখে। তার কারণ সবাই জানেন। বিধানসভায় এক বিধায়কের বিবৃতি উত্থাপন এবং সংবাদ মাধ্যমগুলিতে ব্যাপক প্রচারের ফলে এর অপকারিতা সম্পর্কে জানতে আর কারো বাকি নেই। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

পারথেনিয়াম বিষাক্ত আগাছা। একেবারে হালে কিন্তু এই বিষাক্ত আগাছাটি আমাদের দেশে হঠাৎ করে গজায়নি। এসেছে বিদেশ থেকে। অতএব বিদেশী। পারথেনিয়াম শব্দটি যেমন বিদেশী, আগাছাটিও তেমনি বিদেশী এবং বিষাক্ত। এর সংস্পর্শে এলে হাঁপানি, চুলকানি ইত্যাদি রোগ হতে পারে মানুষের। আবার এই আগাছা যেখানে জন্মায় সেকানকার জমির মাটিকে অনুর্বর করে দেয়। এর শেকড়, পাতা, ফুল ও ফল, ডাটা এবং নিঃসৃত রস ফসলের ফলন ব্যাহত করে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে, আমাদের দেশে বাইশ হাজার হেক্টর (এক হেক্টর—সাড়ে সাত বিঘা) জমি পারথেনিয়াম দখল করে রেখেছে। এর আমদানী আমেরিকা থেকে। ষাটের দশকে ওই দেশ থেকে মাইলোর সঙ্গে পারথেনিয়ামের বীজ ভারতবর্ষে আসে। এবং ভারতীয় রেলপথের যে সমস্ত অঞ্চল দিয়ে সেই মাইলো বহন করা হয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চলেই বিশেষ করে রেল লাইনের দুই পাশে পারথেনিয়ামের ব্যাপকতা বেশী। এর বীজ খুব হালকা, অতএব সহজেই বাতাসের সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বংশ বিস্তার করেছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য এবং নগর উন্নয়ন দপ্তর পারথেনিয়ামের বংশ ধ্বংস করার জন্য যৌথ উদ্যোগ নিতে চলেছেন। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এই দক্ষযজ্ঞে কৃষি দপ্তরকে কেন নেওয়া হল না বোঝা যাচ্ছে না। উলটে কৃষি দপ্তরের সমালোচনা করা হচ্ছে। আজ যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁদের অনেকেই হয়তো জানেন না 'ঈপ্সিত ফসলের জমিতে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ মাত্রই আগাছা'—কৃষি বিজ্ঞানের এই সূত্র ধরে কৃষি বিশেষজ্ঞরা বহুদিন আগেই পারথেনিয়াম সম্পর্কে চাষীদের সাবধান করে দিয়েছেন। সময়ে সময়ে এখনও কৃষিকর্মীদের মাধ্যমে গ্রামের কৃষকদের এই বিষাক্ত (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

অধ্যক্ষ নির্ব্বাচন নিয়ে দ্বন্দ্ব মিটলো না

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ সংক্রান্ত গোলমাল চলছে বেশ কিছুদিন থেকে। এক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যক্ষের শূন্যপদে ঐ কলেজেরই অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সরকার (প্রাক্তন কংগ্রেস এম এল এ) কলেজ সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিয়মানুগভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু বর্ত্তমান কলেজ গভর্ণিং বডি কোনক্রমেই তাঁকে নিয়োগপত্র দিতে অস্বীকৃত হন। এই নিয়ে সেই সময় স্থানীয় ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী মহলে যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দেয়। স্থানীয় পত্র পত্রিকাগুলিও সোচ্চার হয়। কিন্তু কোন ফল হয় না। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি সার্ভিস কমিশনের ঐ নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। সহযোগী একটি স্থানীয় পত্রিকা এই মামলাকেই ইনজাংশন বলে প্রচার করেন। যাই হোক গত ১২ এপ্রিল বিচারপতি সুভাষচন্দ্র সেন এক আদেশ বলে (C. O. No. 10533 (W)/84 Dt. April 12, 1985) বাদীপক্ষ পরপর শুনানীর দিন গরহাজির থাকার ফলে মামলাটি খারিজ করে দেন। হাইকোর্টের এই রায় দানের ফলে এবং কলেজ সার্ভিস কমিশন কলেজ গভর্ণিং বডিকে অন্য কোন নাম সুপারিশ করতে অরাজী হওয়ায় অধ্যাপক অতুলচন্দ্র সরকারকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগপত্র না দেওয়ার আর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু শ্রীসরকার রায়ের কপি গভর্ণিং বডিকে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি নিয়োগপত্র না পাওয়ায় শহরের শিক্ষানুরাগী ও ছাত্র মহলে প্রশ্ন জেগেছে—অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে টালবাহানা আর কত দিন চলবে।

বেসরকারী বাসে নজরদারির ব্যবস্থা

বহরমপুর, ১৫ মে—অনিয়মিত বাস চলাচল, রুট থেকে যখন তখন বাস তুলে নেওয়া ইত্যাদি বন্ধ করতে জেলায় চারটি স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। দূরপাল্লার যে সমস্ত বাস বিনা পারমিটে এই জেলায় চলাচল করছে, এই স্কোয়াড তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আজ এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ খবর দিয়ে জেলা শাসক জানিয়েছেন, এ বছর পয়লা জানুয়ারি থেকে ১৪ মে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন রুটে চৌত্রিশ দিন তল্লাশি চালিয়ে ১৪৭৩টি যানবাহন চেক করা হয়েছে। তার মধ্যে ২৪৩টি কেস ডিটেকট করা হয়েছে। এর মধ্যে বিরাশিটি কমপাউনডিং কেসে ৪২,৫৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে। আদালতে পাঠানো হয়েছে ১৬১টি কেস, আদায় হয়েছে ১০,৬৫০ টাকা। ১১২টি কেস এখনও পেনডিং আছে। কর এবং জরিমানা বাবদ আটক করা যানবাহনের মালিকদের কাছ থেকে ১২,৬৮৩.১৫ টাকা আদায় করা হয়েছে। মোটর যান বিভাগের অফিসাররা পুলিশের সাহায্যে হঠাৎ করে এই সব অভিযান চালাচ্ছেন। বিডিও এবং থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারদের বে-আইনী এবং অনিয়মিত চলাচলকারী বেসরকারী বাসগুলির উপর নজরদারির নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জেলা শাসক আরো জানান, যাত্রী পরিবহণের জন্য আরো আটচল্লিশটি আন্তঃ জেলা ও আন্তঃ রাজ্য বাস রুটের নতুন পারমিট দেওয়া হবে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে জেলার গ্রামাঞ্চলে হাটের জন্য রুটের বাসগুলিতে প্রচণ্ড ভিড় হয়। ভিড়ের চাপ সামলাবার জন্য হাটবাস চালাবার উদ্দেশ্যে জেলার বাস মালিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। শিগ্‌গির এ ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝড়ের বলি তিন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৮ মে—কালবৈশাখীর বিধ্বংসী ঝড়ে গতকাল কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামে একই পরিবারে তিন জন মারা গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে ছয় ও সাত বছরের দুটি ছেলে এবং দশ বছরের একটি মেয়ে আছে বলে জানা গেছে। ঝড়ের সময় তারা আম কুড়াতে গিয়েছিল। গাছের ডাল ভেঙ্গে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

এদিকে বৃষ্টির অভাবে সমগ্র মহকুমা জ্বলছে। সবজি, পাট ও আউশ ধানের ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল।

জেরক্স ঘর

পঃ বঙ্গ সরকার বহু কেরাণী নিচ্ছেন। ফর্ম এখানে পাবেন। যোগ্যতা মাধ্যমিক

যোগাযোগ ঃ পণ্ডিত প্রেস ঃ রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯২ সাল।

মূলসূত্র মানসিক দৃঢ়তা

তন্‌কী ভুখ্‌ তন্‌ক্‌ হ্যায়
তিন পাও কি সের।
মন্‌কী ভুখ্‌ অনেক হ্যায়
নিগলৎ মেরু সুমের।"

অর্থাৎ শরীরের ক্ষুধা যৎসামান্য। তিন পোয়া বড় জোর এক সের। কিন্তু মনের ক্ষুধা সুমেরু মেরুর মত দিগন্ত বিস্তারি। প্রাচীন কবির এই সামান্য বাক্যটি বর্ত্তমানে আমাদের সমাজ জীবনের একটি সত্যকারের আলেখ্য। বর্ত্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম আকাশচুম্বী। দৈনন্দিন বাজারে গতায়াতে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা জানেন আজ যাহা দুই টাকা কেজি কাল তাহা তিন টাকা। তরকারীর বাজারে আলু যাহা নিত্য প্রয়োজন তাহার দাম বাড়িতে বাড়িতে এরই মধ্যে দুই টাকা কেজি দাঁড়াইয়াছে। পটল তিন/চার টাকার নীচে পাওয়া যায় না। অতি সাধারণ সব্জি দুই টাকা কেজি। শাক-পাতের দরও দেড় হইতে দুই টাকা। মাছ অগ্নিমূল্য। কুড়ি টাকার নীচে ভাল অর্থাৎ টাটকা মাছ দুর্লভ বস্তু। মাংস পঁচিশ হইতে আঠাশ। একটি ডিম আশি হইতে এক টাকা। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল সাড়ে তিন চার টাকা কেজি। রুটি খাইবেন সে আশায়ও বালি। কেন না আটা তিন টাকা কেজি। সব কিছুই ঊর্দ্ধগামী। এদিকে মানুষের রুজিরোজগারের পথ কমিতেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে নিয়োগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। তবুও মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যাইতেছে না, কেননা দেহের ক্ষুধা যতই হউক তাহা যৎসামান্য খাদ্যে মিটানো সম্ভব। কিন্তু মনের ক্ষুধা মিটিতে চাহে কই! সভ্যতার ক্রম বিবর্ত্তনে বিলাস সামগ্রীর আয়োজন প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। রেডিও আজ ঘরে ঘরে। টি ভি গৃহে না থাকিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া কেহ ভাবিতে চাহে না। তদুপরি সভ্য হইতে গিয়া আরো কিছু দ্রব্য সামগ্রীর প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। যেমন গ্যাস ষ্টোভে রন্ধন, মাঝে মাঝে টিপার্টি দেওয়ার প্রবণতা। তদুপরি ক্ষমতার বাহিরেও পাড়ার ক্লাব ইত্যাদিতে বিভিন্ন পূজা ও খেলা-ধূলার জন্য চাঁদা দেওয়া। ইহার মধ্যেও মানুষ বাঁচিয়া থাকিতেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী হাহাকার করিতেছে, বুক চাপড়াইতেছে। কিন্তু তাহার জন্য ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার দেখা, কিম্বা পূজাপার্বন উপলক্ষে টেরিকট, টেরিলিনের পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করা হইতে দূরে রাখিতে পারিতেছে না। আমাদের সন্তান সন্ততিরা তাহাদের পার্শ্ব-বর্তী অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের সন্তানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামিতে গিয়া, মনের ক্ষুধার সুমেরুর বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়া ক্রমশঃ দেহে মনে বিকার গ্রস্ত হইয়া নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। তবুও বোধোদয় হইতেছে না। আবার নূতন এক বিলাসিতার উদয় হইয়াছে রাজনীতিজ্ঞ সাজার। মধ্যবিত্ত ঘরের অধি-কাংশ যুবকই মার্ক্সবাদী সাজিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই মনের উচ্চাশার পরিপূর্ণতার সুযোগ পাইবার আশায় শাসক দলের যে কোন শরিক সংস্থার সভ্য হইয়া কিছুই না বুঝিয়া কার্ল মার্ক্সের থিয়োরী আওড়াইতেছেন। কার্লমার্ক্স যে বুর্জ্জুয়া সমাজ ব্যবস্থার অবসান চাহিয়াছিলেন আমাদের যুবকবৃন্দ কিন্তু মনেপ্রাণে তাহা চাহিতেছেন কিনা সন্দেহ আছে। কেননা দেখা যাইতেছে অত্যুৎসাহী সভ্যবৃন্দরা সুযোগ পাইলেই নিজের শূন্য পকেট পূর্ণ করতঃ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছেন। বর্ত্তমানে বুঝিবার সময় আসিয়াছে মানসিক পরিবর্ত্তন না করিয়া মনের কামনা বাসনাকে অবদমিত করিবার পদ্ধতি না জানিলে, মনের অবদমিত বাসনা সেই ছিদ্র পথে মার্ক্সীয় তত্ত্বের ধারকবাহককেও অতলে তলাইয়া দিতে পারে। এবং ধনবাদী সমাজের ধারক বাহকরা এ তত্ত্ব অবগত আছেন বলিয়াই তাহারা উপবাসী দরিদ্র মানুষের চোখের সম্মুখে বিলাস সামগ্রীর পসরা ধরিয়া দিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার কিছু কিছু সুযোগ সুবিধার ছিদ্রও রাখিয়া দিয়াছেন। ইহা যেন মাছ ধরিবার জালের মতই। ঐ জালের মোহময়ী রূপে আকৃষ্ট হইয়া ছিদ্র পথে তথাকথিত মার্ক্সবাদীরা আখের গুছাইতে তৎপর যুবক সভ্যরা জালে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হই-বার পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ফলে তথাকথিত বিপ্লবী সত্তার অবলুপ্তি ঘটিতেছে। এই ভাবেই যুগে যুগে মনের অবদমিত আকাঙ্খার চাপে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পথ ভ্রান্তি তাহাকে সঠিক পথে যাত্রা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। সে কারণেই যদি আমাদের সত্যকারের উন্নতির ও সমাজ পরিবর্ত্তনের বাসনা থাকে তবে পূর্বাহ্নেই মনের কামনা বাসনার স্তরকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে। নচেৎ বিপ্লব, সমাজবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কল্পনা দূর অস্ত হইয়াই থাকিবে। চারিত্রিক দৃঢ়তা মানসিক সম্পূর্ণতা সেইজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন।

মহকুমার দেবদেবী

মির্জাপুরের মা শীতলা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনুপ ঘোষাল

বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গল—শনিবার মায়ের থানে উৎসবের মেজাজ। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসেন সারাটা মাস ধরেই। তারিখ যত এগিয়ে যায় পুণ্যার্থীর ভিড়ও তত বাড়তে থাকে। শেষ মঙ্গলবার তো সে এক দৃশ্য সারাদিন দলে দলে ভক্ত আসেন হাজার হাজার, বোধ হয় লক্ষাধিক ট্রেন বাস বোঝাই হয়ে, পায়ে হেঁটে, রিকশয়। রঘুনাথ-গঞ্জ-মির্জাপুর সেদিন তিন টাকার জায়গায় আট-দশ টাকা রিকশঅলার হাঁক। বিরাট মেলা। সংকীর্তনের বর্ণাঢ্য মিছিল। দশ-পনের হাজার মানুষ পেটপুরে প্রসাদ পান। মায়ের এমন মহিমা, প্রসাদাকাঙ্খী একজন ভক্তও ফেরত যান না।

অভিযোগ আছে—আগে পূজো দিতে আসা দূরাগত ভক্তদের ওপর পুরোহিত মশাইরা খুব অত্যাচার করতেন। জোর করে মোটা দক্ষিণা আদায় করা হত। এই নিয়ে তুমুল মারামারিও হয়ে গেছে আঠাশ তিরিশ বছর আগে। নিরীহ গ্রাসবাসী নাথু বাঁশোর সেই কলহের পরিণামে 'বাঁহুকের' এক ঘায়ে পরপারে।

প্রায় তিরিশ বছর আগের গল্প। এই প্রতিবেদক তখন বছর পাঁচেকের শিশু। অস্পষ্ট মনে পড়ছে। তদানীন্তন পুরোহিত দীর্ঘাঙ্গ, শীর্ণকায়, গৌরকান্তি এক বৃদ্ধ। দেখতাম, প্রায়ই পূজোর ফলমিষ্টি নিয়ে আসা রেকাবি বা দুধ-গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে টানাটানি করছেন। খারাপ লাগত। দিদিমাকে জিজ্ঞেস করতাম, কেন? উনি বলতেন, ওরা চাহিদামত দক্ষিণা দিতে পারে নি তাই। অথচ আমাদের সঙ্গে কোন ঝামেলা করা হত না। একে আমরা গ্রামের প্রতিপত্তিওয়ালা বাড়ির মানুষ, তদুপরি স্বজাতি। একদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। ঘটনাটি শিশুমনকে আলোড়িত করেছিল বেশী। অজস্র পাঁঠাবলি হত (এখন সম্ভবতঃ কিছুটা কমেছে)। বলির পর ধড় আছাড়-পাছার করত মাটিতে। ভয়ে চোখ বুঁজে থাকতাম। বলির খাঁড়া (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

NTPC FSTPP

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun—742236, Dt. Murshidabad (W. B.)

GRAM : THERMPOWER, FARAKKA

National Thermal Power Corporation Ltd. (FSTPP) invites tenders from reputed manufacturers & their authorised dealers for supply of following machineries.

Sl. No.	Descriptoin	Qty.	Delivery Reqd.
1)	Medium duty Lathe, Height of Centre—150 mm Admit between the Centres—1000 mm (with accessories).	2 Nos.	December '85.
2.	Universal Milling M/c, Size of table 1350 mm × 310mm (with accessories)	1 No.	do
3.	Radial Drilling M/c, Drilling cap. in steel 50mm max. drilling radius—1200mm. Feeds motorised & manual—325mm. Drilling depth—325mm (with accessories).	1 No.	-do-
4.	Heavy duty Power Hackwaw Max, Stroke —150 mm (Steplessly variable), Max. cutting cap—200 mm (with accessories).	1 No.	-do-
5.	Horizontal shapping M/c all geared type with swivel table stroke-457mm. (with accessories).	1 No.	-do-

a) Applications separately for each type of machines are to be forwarded with detail credentials/catalogues/list of product supplied to different reputed organisations.

b) Value of document :—Rs. 50/-. Crossed D/D in favour of National Thermal Power Corporation Ltd. IPO encashable at Khejuriaghat Post Office are only acceptable. No Money orders are acceptable.

c) Last date of sale of document :—10-06-1985

d) Tender opening date :—10-07-1985.

e) NTPC takes no responsibility for delay. Loss or non-receipt of applications/Tender documents/Offers. NTPC also reserves the right to accept/reject any application without assigning any reason,

CHIEF MATERIALS MANAGER

মহকুমার দেবদেবী

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ওপরে উঠলে কাঁপতে থাকতাম। সেই সময় একদিন দেখলাম, পুরোহিতমশাই টাকমাথা, কুচকুচে কালো, চকচকে চেহারার এক ভক্তকে কাছে ডাকলেন হাতের ইশারায়। গ্রামে তো তাকে দেখিনি, সম্ভবতঃ বাইরের মানুষ। পুরোহিত শুধোলেন তোমার নাম কি··· (মনে নেই)? ভক্ত মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন। বাড়ি কি অমুক গ্রামে? আজ্ঞে হ্যাঁ। মা বলছেন, এক মাসের মধ্যে তোমাকে বলি দিতে হবে। ভক্তের মুখ শুকিয়ে গেল। আমি একটু ভুল বুঝে আঁতকে উঠলাম। সর্বনাশ, এবার মানুষকেও বলি দেওয়া হবে? বিরলকেশ গোলগাল চকচকে মুণ্ডটা ছিটকে যাবে? ছটফট করবে স্কন্ধকাটা শরীর? সেই ভক্ত জোড়হাতে পুরোহিতের কাছে কাকুতিমিনতি করল, আমি গরীব মানুষ পণ্ডিত মশাই। মাপ করুন। আর একদিন ভাল করে পুজো দেব। পাঁঠা কেনার পয়সা পাব কোথায়? আমার ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল। নরবলি নয় তাহলে! ভক্তটি ইনিয়েবিনিয়ে তার দারিদ্র্যের কথা বলছিল। পুরোহিতও নাছোরবান্দা। ঠোঁটে মৃদু হাসি, যেন বক্তব্য—আমি কে, সবই মার ইচ্ছে। আমি মনে মনে সেদিন বলছিলাম, জোর গর্দানটা বেঁচে গেছে। খুশি হয়ে পাঁঠাটা দিয়ে দাও না বাবা!

জানি না—ভক্তটিকে মার আদেশে সত্যি পাঁঠা দিতে হয়েছিল কিনা, নাকি মার সাক্ষাৎ এজেন্ট পুরোহিতটির হাতে মোটা কিছু গুঁজে দিয়ে সে যাত্রা রেহাই পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমন অত্যাচার যে অনেক হত, সে কাহিনী আজো ছড়িয়ে আছে। আমি গত একশ বছরের মধ্যে পাঁচ ছ'জন পুরোহিতের নাম সংগ্রহ করতে পেরেছি। গনকরের বহুবল্লভ বাগচির কুষ্ঠ হয়েছিল বলে কথিত আছে পরের পুরোহিত বগেশ্বর ব্যানার্জীর হয়েছিল হাঁপানি। ভূমিহরের কান্তি ব্যানার্জী পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরের পুরোহিত অঘোর চক্রবর্তীর হয়েছিল পুত্রহত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। জনশ্রুতি এই, পুজোতে ত্রুটি অথবা/এবং ভক্তদের ওপর অত্যাচারের অপরাধেই তাঁরা মা শীতলার রোষে পড়েছিলেন। এখন কমিটি হয়েছে। গত পঁচিশ তিরিশ বছরের বর্তমান পূজারী ধর্মদাস চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ নেই। আশা করা যাক, তিনি মার সুনজরেই থাকবেন।

অনেক ইমানদার মুসলমান মুরুব্বি মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম, তাঁদেরও একটা প্রচ্ছন্ন ভক্তি রয়েছে মা শীতলার ওপর। বললেন, কি করব বাপ, দেখছি তো শীতলাকে মানত করলে অসুখ সারে। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার ওলাবিবির সঙ্গে শীতলার সাদৃশ্য দেখতে পান। কিন্তু ওলাবিবি তো কলেরার আর শীতলা মূলতঃ বসন্ত রোগের দেবী। সে যাই হোক, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যেও এমন লোকায়ত সাধারণ বিশ্বাসের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তি দৃঢ়তর হবে সন্দেহ নেই।

ধর্ম ও গাঁয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাগ্রতা বলে কথিতা মির্জাপুরের মা শীতলার মহিমা দিকে দিকে যেমন ছড়িয়ে পড়ছে, কে বলতে পারে—আগামীতে মায়ের থান একটা তীর্থ ক্ষেত্রের রূপ নেবে না? ইদানীং তো বাঁক কাঁধে কিছু কিছু তরুণকে প্রায়ই তারকেশ্বরের ধাঁচে 'শীতলা মা পার করেগা' বা 'ঐ দেখা যায় মায়ের চূড়া' (যদিও মায়ের মন্দিরই নেই) ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে দল বেঁধে নেচেদুলে আসতে দেখা যাচ্ছে। খারাপ কি? আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু তারকেশ্বরের কিছু যাত্রীর অনুকরণে সে জাতীয় নোংরামি যেন এই মাতৃস্থানের পবিত্রতাকে কলুষিত না করে ভবিষ্যতে। সেদিকে তো নজর রাখতে হবে মায়ের ভক্তদেরই।

থানা কৃষক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি থানা কৃষক সম্মেলন গত ১৬ : ১৭ মে বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান চিত্তরঞ্জন ঘোষের ব্যবস্থাপনায় বালিয়া গ্রামে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দিন কর্মী সম্মেলনে জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিন মির্জ্জা, হাজারী বিশ্বাস এম এল এ, জয়নাল আবেদিন এম পি জেলা সম্পাদক মধু বাগ এবং সাগরদীঘি থানা সম্পাদক শৈলজা রায় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মধুর ব্যবহার রেখে কাজ করে যেতে হবে। শেষ দিনের সম্মেলনে আলোচনা সভার পর বিকেলে ঝড় জলের জন্য সভার ক্ষতি হয়।

ব্লক যুব উৎসব

সাগরদীঘি, ২২মে—রাষ্ট্র সংঘের ১৯৮৫ সালকে আন্তর্জাতিক যুববর্ষ হিসেবে পালনের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে সাগরদীঘি ব্লক যুব করণের উদ্যোগে সাগরদীঘি এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯-২১ মে ব্লক যুব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সমবেত সঙ্গীত, স্বরচিত কবিতা, নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সঙ্গীত, গল্প, প্রবন্ধ আবৃত্তি এবং একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। প্রতিযোগীদের অভিযোগ সাগরদীঘি ব্লকে' ৮১টি ক্লাব থাকা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকটি ক্লাবের কাছে অনুষ্ঠান সূচী পৌঁছাল কেন? যার ফলে প্রতিযোগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় প্রতিযোগীর অভাবে অনেক ইভেন্ট' বন্ধ হয়ে যায়।

একদিনের প্রতীক ধর্মঘট

ধুলিয়ান: গত ৮ মে জঙ্গিপুর মহকুমা ডিলার্স এসোসিয়েশন ৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। সুতী, ফরাক্কা, সমসেরগঞ্জ ও সাগরদীঘি থানায় এই ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে বলে জানা গেছে। ডিলার্স এসোসিয়েশনের অভিযোগ, স্বাধীনতার ৩৭ বছরে শ্রমিক, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বেড়েছে, কিন্তু এম আর ডিলারদের সেই বৃটিশ যুগের কমিশনেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। তাঁরা সরকার সমীপে দীর্ঘদিন যাবৎ আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও দাবীগুলি পূরণ তো দূরের কথা সৌজন্যমূলকভাবে সরকার আলোচনায় বসতেও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন। অপরপক্ষে সরকার প্রশাসনিক আমলাদের দিয়ে এ্যাসোসিয়েশন ভাঙ্গার নানা প্রকার ষড়যন্ত্র, হুমকী, ভয় ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন: ১২৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্রাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

পারথেনিয়াম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আগাছা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়। কাজেই কৃষি দপ্তর যেটুকু করার করেছেন। এখন আর সমালোচনার সময় নয়। আগে পারথেনিয়ামের মূলোচ্ছেদ, তারপর অন্য কথা। একে সহজে ধ্বংস করতে হলে প্রতি লিটার জলে দেড়শ গ্রাম লবণ মিশিয়ে সেই লবণ গোলা জল এর গায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। পরে শুকিয়ে গেলে মাটি খুঁড়ে শেকড় তুলে পুড়িয়ে দিতে হবে। তবে খালি হাতে কখনই পারথেনিয়ামের কোন অংশ ধরা চলবে না। নাকে রুমাল এবং হাতে পলিথিনের মোড়ক ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

পারথেনিয়ামের পাতা খাঁজ কাটা। দেখতে অনেকটা চন্দ্রমল্লিকা ফুল গাছের পাতার মত। ডাঁটায় রোঁয়া আছে। ফুল সাদা রং-এর। এর অবস্থান কেবলমাত্র সল্ট লেক বা কলকাতার পারকেই নয়, আমাদের জেলাতেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই আগাছা ছড়িয়ে রয়েছে। শিয়ালদহ-লালগোলা লাইনের লালগোলা পর্যন্ত এবং বি এ কে লুপ লাইনের ফরাক্কা পর্যন্ত সর্বত্র, বেলডাঙ্গা সরকারী কৃষি খামারে, বহরমপুর আদালত চত্বরে এর অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। এখন যাতে এই বিষাক্ত আগাছা আর বংশ বিস্তার করতে না পারে তারজন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই, সাবধান হলেই চলবে। পারথেনিয়াম আগেও ছিল, এখনও আছে—আর যেন না থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি
সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে
আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
হেড অফিস : জঙ্গিপুর, সাহেববাজার

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ব্যবহার করুন
সি.আর.দাশের
রাঙ্গাজবা
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্তিক টুথ পাউডার
মুক্ত ছড়ানো হাসি, মুক্তিক ভালবাসি!

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
স, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি
আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!
ষ্টকিষ্ট: দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন: রঘু ৩৩
জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

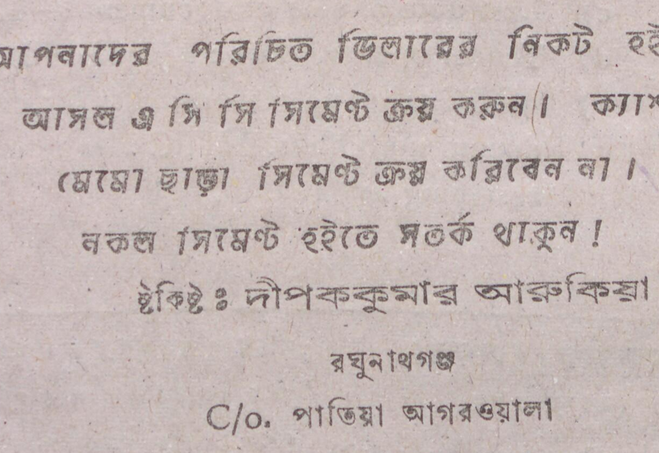

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পাণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।